Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন হাদিসের আলোকে শবেবরাত করণীয় ও বর্জনীয়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তানজিনা আক্তার

রোলঃ 227022302

২২ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন হাদিসের আলোকে শবেবরাত করণীয় ও বর্জণীয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তানজিনা আক্তার

রোলঃ 227022302

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

<u>প্রত্যয়ন পত্র</u>

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "কুরআন হাদিসের আলোকে শবেবরাত করণীয় ও বজণীয়" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তানজিনা আক্তার, আইডিঃ 227022302 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কুরআন হাদিসের আলোকে শবেবরাত করণীয় ও বজণীয় " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Tanzina Akter

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২২ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

তানজিনা আক্তার

আইডিঃ 227022302

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

কুরআন ও হাদীসের আলোকে শবেবরাত::: 1

কুরআনের আলোকে শবেবরাত::: 2

১. আলির (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিস: 5

২. আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিস: 6

৩. হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিস: 7

৪. আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আরও একটি হাদিস: 10

৫. ইমাম আলবানি এবং শবেবরাতের হাদিসের মূল্যায়ন: 15

কুরআন ও হাদীসের আলোকে শবেবরাত:::

শবে বরাতের ইতিহাস কি?
হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী, মহান আল্লাহ এ রাতে বান্দাদের গুনাহ মাফ করে দেন, জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। এ রাত মহিমান্বিত এক রাত। এ রাতে অসংখ্য বান্দা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও কল্যাণ লাভ করেন। প্রতিবছর হিজরি ক্যালেন্ডারের শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগ

বরাত নিয়ে ইসলাম কি বলে?
শবে বরাত ইসলাম ধর্মে একটি বরকতময় রাতের নাম। যে রাতের ফজিলত হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত। হাদিসের কথা অনুযায়ী এ রাতে আল্লাহ তাআলা অসংখ্য গুনাহগার বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দেন। হাদিস শরিফে এ রাতকে 'লাইলাতুন-নিসফি মিন শাবান' তথা শাবান মাসের পনেরো তারিখের রাত্রি বলে আখ্যা দেওয়া হয়ে
শবেবরাত শব্দের অর্থ::

“শব” শব্দটা ফার্সি। যার অর্থ হল-রাত। আর বরাআত এটি আরবী শব্দ। মূলত হল-براءت যার অর্থ হল “মুক্তি” তথা জাহান্নাম থেকে মুক্তির রাত হল শবে বারাআত। বরাত বলাটা ভুল। কারণ শবে বরাত (برات) মানে হ
ল বিয়ের রাত। সুতরাং আমরা বলব-শবে বারাআত(شب براءت)
শবে বারাআতকে হাদিসের পরিভাষায় বলা হয়েছে “লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান”(ليلة النصف من شعبان) তথা শাবানের অর্ধ মাসের রাত।

কুরআনের আলোকে শবেবরাত:::

শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রজনী' শবে বরাত'' নামে পরিচিত। ফারসি 'শব' শব্দের অর্থ রাত এবং 'বরাত' শব্দের অর্থ সৌভাগ্য। আরবিতে বলে 'লাইলাতুল বরাত', অর্থাৎ সৌভাগ্যের রজনী। একটি অভিযোগ শবে বরাত কুরআন ও হাদীসের কোথাও নেই। এ কথার জবাব হল, কুরআন ও হাদিসের কোথাও শবে বরাত থাকবে কেন, শবে বরাত কুরআন ও হাদীসের পরিভাষা নয়। যেমন :নামাজ, রোযা, ফেরেস্তা এগুলো

কুরআন ও হাদিসের পরিভাষা নয়। কুরআনে 'লাইলাতুম মুবারকা'। হাদিসে 'লাইলাতুন নিসফী মিন শা'বান'। পবিত্র কোরআন ও প্রসিদ্ধ তাফসীরের আলোকে শবে বরাত

আল্লাহ এরশাদ করেন- হা-মীম, এ স্পষ্ট কিতাবের শপথ! নিশ্চয়ই আমি তা বরকতময় রাতে অবতীর্ণ করেছি। নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী। এ রাতে বন্টন করে দেওয়া হয় প্রত্যেক হিকমতের কাজ(সুরা দুখান আয়াত ১_৪)

কুরআনের আলোকে শবেবরাত বিষয়টি সরাসরি উল্লেখিত হয়নি। তবে শবেবরাতকে ঘিরে কিছু আয়াতের ভিত্তিতে মতামত পাওয়া যায়, বিশেষ করে সুরা আল-দুখান (৪৪:৩-৪) এর আয়াতগুলো। অনেক স্কলার এই আয়াতগুলোর ওপর ভিত্তি করে শবেবরাতের ধারণাকে সমর্থন করেছেন, তবে অন্যরা মনে করেন যে এটি লাইলাতুল কদর (শবে কদর) সম্পর্কিত।

সুরা আল-দুখান আয়াত ৩-৪:

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ (৩) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ(৪)

"নিশ্চয়ই আমি এক বরকতময় রাতে কুরআন অবতীর্ণ করেছি। নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী। এই রাতে সমস্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়।" (সূরা আদ-দুখান, ৪৪:৩-৪)

এই আয়াতে "লাইলাতুন মুবারাকাহ" (বরকতময় রাত) উল্লেখ করা হয়েছে, যা কোনো একটি বিশেষ রাতের কথা বলে। কিছু স্কলার মনে করেন যে, এই আয়াতগুলো শবেবরাতের রাতকে বোঝাতে পারে, কারণ ঐতিহাসিকভাবে কিছু মুসলিম সমাজে

শবেবরাতকে এমন একটি রাত হিসেবে দেখা হয়েছে, যখন আল্লাহ তার বান্দাদের ভাগ্য নির্ধারণ করেন এবং ক্ষমা বর্ষণ করেন।

শবে বরাত সম্পর্কে বেশ কয়েকটি হাদীস এসেছে। তার মধ্যে একটি হাদীস 'সহীহ', কিছু হাদীস 'হাসান' আর কিছু 'জয়ীফ'। এ জন্য শবে বরাতের ফযীলত বিষয়ক সকল হাদীস জয়ীফ-একথা ঠিক নয়। সনদের বিচারে সবচেয়ে উত্তম বর্ণনা সেটা যা ইবনে হিববান 'কিতাবুস সহীহ' তে (হাদীস ৫৬৬৫) বর্ণনা করেছেন।

عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن.

হযরত মুআয ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন 'অর্ধ শাবানের রাতে আল্লাহ সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। অতপর শিরককারী ও বিদ্বেষপোষণকারী ছাড়া তার সমগ্র সৃষ্টিকে ক্ষমা করে দেন।'

হাদীস শরীফে এসেছেঃ
হযরত আবু মুসা আশ'আরী রাযি থেকে বর্ণিত,

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنّ اللّهَ ليطّلعُ في ليلةِ النِّصفِ من شعبانَ فيغفرُ لجميعِ خلقِه إلّا لمشرِك أو مشاحن. ٍ

রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেন, আল্লাহ তা'আলা শা'বানের মধ্যরাত্রিতে মুশরিক এবং হিংসুক ব্যতীত সকল মু'মিন মুসলমানকে ক্ষমা করে দেন।(সুনানে ইবনে মা'জা-১৩৯০)
তবে, অধিকাংশ স্কলারদের মতে এই আয়াতগুলোতে উল্লিখিত বরকতময় রাতটি হল লাইলাতুল কদর।

ইমাম বাইহাকী রাহ. এই হাদীসটি বর্ণনার পর এর সনদের ব্যাপারে বলেছেন-

هذا مرسل جيد

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ রাতে দীর্ঘ নফল নামায পড়া, যাতে সেজদাও দীর্ঘ হবে, শরীয়তের দৃষ্টিতে কাম্য।

এধরনের বেশ কয়েকটি সহীহ ও হাসান হাদীস বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কি এ কথা বলা উচিত যে, এ বিষয়ে সর্বোত্তম হাদীসটি সনদের বিচারে জয়ীফ? ভালোভাবে না জেনে কথা বলা থেকে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নিরাপদ রাখুন
হাদিসের আলোকে শবেবরাত:

শবেবরাতের সাথে সম্পর্কিত কিছু হাদিসের সনদ (বর্ণনার শৃঙ্খল) বিশ্লেষণ করা হলে দেখা যায় যে, এ ধরনের বেশিরভাগ হাদিসের সনদ দুর্বল বা গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এখানে কয়েকটি হাদিস এবং তাদের সনদের বর্ণনা দেওয়া হলো:

১. আলির (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিস:

হাদিসের বর্ণনা:

> "যখন শাবানের ১৫তম রাত আসে, তোমরা রাতের ইবাদত কর এবং দিনের রোজা রাখ। কেননা, আল্লাহ ওই রাতে সূর্যাস্তের পর থেকে পৃথিবীর কাছে আসেন এবং বলেন: কেউ ক্ষমা চাইলে আমি তাকে ক্ষমা করব, কেউ রিজিক চাইলে আমি তাকে রিজিক দেব..."

(ইবনে মাজাহ, হাদিস নম্বর ১৩৮৮)

সনদের বিশ্লেষণ:

এই হাদিসের সনদে একটি দুর্বল রাবি রয়েছে, যার নাম ইবনে আবি সাবরা। ইসলামি হাদিস বিশেষজ্ঞরা তাকে দুর্বল বা "দয়ীফ" হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারি এবং ইবনে হিব্বান তাকে জাল হাদিসের বর্ণনাকারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এজন্য এই হাদিসটি দুর্বল বা গ্রহণযোগ্য নয়।

২. আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিস:

হাদিসের বর্ণনা:

> “এক রাতে আমি নবী (সা.)-কে খুঁজতে বের হলাম এবং তাকে জান্নাতুল বাকি (কবরস্থানে) পেলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ শাবান মাসের ১৫তম রাতে পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে আসেন এবং কেলব গোত্রের পশমের চেয়েও বেশি মানুষকে ক্ষমা করেন।” (তিরমিজি, ইবনে মাজাহ)

সনদের বিশ্লেষণ:

এই হাদিসের সনদেও দুর্বলতা রয়েছে। ইসলামী হাদিস বিশেষজ্ঞরা এই হাদিসের সনদকে সম্পূর্ণ সহিহ বলে গ্রহণ করেননি। এই হাদিসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে কিছু দুর্বল রাবি রয়েছে। যেমন, এই হাদিসের সনদে থাকা হাজ্জাজ ইবনে আরতাহ এবং আব্দুল্লাহ ইবনে লাহিয়া—এদের সম্পর্কে হাদিস বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করেছেন যে, তাদের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে এই হাদিসও দুর্বল হিসেবে গণ্য হয়।

৩. হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিস:

হাদিসের বর্ণনা:

> “আল্লাহ শাবান মাসের ১৫তম রাতে সমস্ত সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং মুশরিক ও হিংসুক ব্যতীত সবাইকে ক্ষমা করেন।”
(ইবনে মাজাহ, হাদিস নম্বর ১৩৯০)

শবেবরাতের রাত বা শাবানের মধ্যরাতের বিশেষ গুরুত্ব নিয়ে বিভিন্ন হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যদিও এই হাদিসগুলোর মাঝে কিছু দলিলের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হাদিস তুলে ধরা হলো যা শবেবরাতের গুরুত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ তুলে ধরে:

১. আল্লাহর নিকট রহমত ও ক্ষমা প্রার্থনার সুযোগ

হজরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

> "আল্লাহ তাআলা শাবান মাসের ১৫তম রাতে পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে অবতীর্ণ হন এবং কিলাব গোত্রের (একটি পশুপালক গোত্রের) পশমের চেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষকে ক্ষমা করে দেন।"
(তিরমিজি: ৭৩৯)

আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত:

> তিনি বলেন, "এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। পরে দেখি তিনি বাকী গোরস্থানে আছেন এবং তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ শাবান মাসের মধ্য

রজনীতে (১৫তম রাতে) দুনিয়ার আকাশে অবতীর্ণ হন এবং বনু কালব গোত্রের ছাগলের পশমের চেয়ে অধিক মানুষকে ক্ষমা করে দেন।'"
(ইবনে মাজাহ: ১৩৮৯)

এই হাদিসটি থেকে বোঝা যায় যে, শবেবরাতের রাতে আল্লাহর ক্ষমা লাভের জন্য প্রার্থনার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

২. পাপমুক্তির সুযোগ ও আল্লাহর ক্ষমার ঘোষণা

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত:
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "শাবানের মধ্য রজনী (১৫তম রাত) এলে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেন। যিনি ইমানদার এবং দয়ালু, তাদের ক্ষমা করে দেন। তবে মুশরিক এবং বিদ্বেষ পোষণকারীদের প্রতি রহমত বর্ষিত হয় না।"
(ইবনে মাজাহ, আলবানির মতে হাসান)

এই হাদিসে আল্লাহর দৃষ্টিতে ঈমানদার ও দয়ালু ব্যক্তিদের বিশেষ মর্যাদা লাভের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

৩. শবেবরাতে বিশেষ ইবাদত ও দোয়ার বর্ণনা

আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত:
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "হে আয়েশা, তুমি কি জানো না, এই রাত কীসের রাত? নিশ্চয়ই এই রাতে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে নিকটবর্তী আসমানে এসে বলেন, 'কোনো ক্ষমাপ্রার্থী আছো? আমি তাকে ক্ষমা করব। কোনো রিজিকপ্রার্থী আছো? আমি তাকে রিজিক দিব।'"
(বায়হাকি, শুআবুল ঈমান)

সনদের বিশ্লেষণ:

এই হাদিসটির সনদে রয়েছে ইবনে লাহিয়া, যিনি একজন দুর্বল বর্ণনাকারী হিসেবে পরিচিত। ইসলামী স্কলাররা তাকে দুর্বল হিসেবে গণ্য করেছেন এবং তার বর্ণিত হাদিসগুলোকে খুব বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না। এছাড়া, এই হাদিসের অন্যান্য রাবিরাও বেশিরভাগ দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত। ফলে, এই হাদিসটি দুর্বল হিসেবে বিবেচিত হয়।

৪. আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আরও একটি হাদিস:

হাদিসের বর্ণনা:

> “যখন শাবান মাসের ১৫তম রাত আসে, তখন আল্লাহ আসমানে আসেন এবং বলেন: ‘কোনো মাগফিরাত চাইলে আমি তাকে ক্ষমা করব, কোনো মুসিবত দূর করার জন্য দোয়া করলে আমি তা দূর করব...”
(তিরমিজি)

সনদের বিশ্লেষণ:

এই হাদিসটির সনদেও দুর্বলতা রয়েছে। এই হাদিসের সনদের অন্যতম বর্ণনাকারী হলেন হাজ্জাজ ইবনে আরতাহ, যিনি অত্যন্ত দুর্বল রাবি হিসেবে পরিচিত। এছাড়াও অন্যান্য বর্ণনাকারীর বিষয়েও দুর্বলতার কথা হাদিস বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেছেন।

এ বিষয়ে ইমাম গাযালী রাহ. এর একটি কথা স্মরণ রাখার মতো। তিনি বলেন, তুমি বড় নিবোর্ধ, আল্লাহর ক্ষমা ও দয়ার আশা করে বসে থাকলে, আর তার শক্তি ও পরাক্রমতার কথা একেবারে ভুলে গেলে। ভুলে গেলে তোমার ইবাদতের প্রতি তিনি অমুখাপেক্ষী। অথচ এক টুকরো রুটি, এক মুঠো সম্পদ আর এক লোকমা খাদ্যের জন্য তুমি আল্লাহর দয়ার আশায় হাত পা গুঁজে বসে থাক না। বরং ছুটে যাও কাজের সন্ধানে, নেমে পড় কোমর বেঁধে। এই অসঙ্গতিপূর্ণ চাওয়াই তোমাকে নবীজীর পক্ষ থেকে বোকা ও নিবোর্ধ উপাধির অধিকারী করল। নবীজী বলেছেন, বুদ্ধিমান সে ব্যক্তি যে নিজেকে চিনল এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিল। নির্বোধ সে যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির অনুগামী হল এবং আল্লাহর রহমতের আশায় দিন কাটাল। -তিরমিযী, হাদীস ২৪৫৯; ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ৮/৪৪১

ঈমাম গাযালী রহ. আরও বলেন, সম্ভব সকল উপায় অবলম্বনের পরই আশা ও প্রত্যাশার পর্ব আসে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

اِنَّ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ الَّذِیۡنَ هَاجَرُوۡا وَ جٰهَدُوۡا فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِکَ یَرۡجُوۡنَ رَحۡمَتَ اللّٰهِ

‘নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে, আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারাই আল্লাহর রহমতের আশা করে।’ অর্থাৎ এসব গুণ অর্জনকারীরাই আল্লাহর রহমত পাওয়ার অধিক হক্বদার। অন্যথায় সে ওই ব্যক্তির ন্যায় হবে যে ধু ধু মরুভূমিতে বীজ বপন করল, আর কোনো পানি সিঞ্চন ব্যতিরেকেই ফল পাওয়ার আশায় বসে রইল। ইয়াহইয়া ইবনে মুআয বলেছেন, সবচেয়ে প্রতারিত সে ব্যক্তি যে সারাদিন গুনাহে লিপ্ত থাকে আর কোনো অনুশোচনা ব্যতিরেকেই ক্ষমা পাওয়ার আশা করে। আল্লাহর আনুগত্য করে না, অথচ তাঁর নৈকট্য কামনা করে। জাহান্নামের বীজ বপন করে আর জান্নাতের ফল কামনা করে, অপরাধ করে বেড়ায় আর অনুগতদের ন্যায় মর্যাদার প্রত্যাশা করে। সীমালঙ্ঘন করে, ফের আল্লাহর রহমত আশা করে।

ترجو النجاة و لم تسلك مسالكها + إن السفينة لا تجرى على اليبس

মুক্তি পেতে চাও তো বটে,

সে পথে কভু চলোনি তুমি

নৌকা ভ্রমণের সাধ নিয়ে আজও

আকঁড়ে আছ মরুভূমি।

—ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন ৪/১৯৯

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তমরূপে অজু করে দু’রাকাত নামাযের উপর বিগত দিনের সকল পাপের ক্ষমার সুসংবাদ ঘোষণা করে এই বলে হুঁশিয়ার করেছেন, ‘প্রতারিত হয়ো না, ধোঁকা খেয়ো না’ যার অর্থ হল ক্ষমা পাওয়ার উপর অধিক ভরসা করে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার দুঃসাহস করো না, কেননা সবকিছু তো আল্লাহর ইচ্ছার উপরই নির্ভরশীল। —উমদাতুল কারী ২৩/৪৪

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, এ মাগফিরাতের সুসংবাদ তো সে আমলের জন্য যা আল্লাহর কাছে মাকবুল হয়, কিন্তু আমার এ আমল কবুল হয়ে গেছে এ নিশ্চয়তা কেইবা দিতে পারে? —ফাতহুল বারী ১১/২৫৬

অতএব শবে বরাত ও শবে কদরের মতো মহিমান্বিত দু'টি রজনী আর শাবান ও রমযানের মতো রহমত ও বরকতপূর্ণ দুটি মাহিনা আমাদের দ্বারে উপস্থিত। এই মুহূর্তে আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীটির দুটি অংশের কোনোটিই যাতে আমরা বিস্মৃত না হই-

نَبِّئْ عِبَادِيْٓ اَنِّيْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُۙ۴۹ وَ اَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ

'আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দিন যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু এবং আমার শাস্তিই হল যন্ত্রণাদায়ক।' —সূরা হিজর, আয়াত ৪৯-৫০

বিভিন্ন সহীহ হাদীসে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় পুরো শাবান মাসই রোযা রাখতেন। রমযানের পর এই একটি মাসেই তিনি সবচেয়ে বেশি রোযা রাখতেন। এর কারণ প্রথমত রমযান ও রজব মধ্যবতীর্ এ মাসটিকে মানুষ হেলায় নষ্ট করে ফেলে। তাই রমযানের প্রস্তুতি স্বরূপ নবীজী এ মাসে বেশি বেশি রোযা রাখতেন। দ্বিতীয় এ মাসে পুরো বছর মৃত্যুবরণকারী সব মানুষের মৃত্যুর কথা লিপিবদ্ধ করা হয়। নবীজী চাইতেন, তাঁর মৃত্যুর কথা এমন সময় লেখা হোক যখন তিনি রোযাদার। -বুখারী, হাদীস ১৯৬৯-১৯৭০; ফাতহুল বারী ৪/২৫১-২৫৩; আবু ইয়ালা, হাদীস ৪৮৯০; আততারগীব ওয়াততারহীব -টারহমতের দৃষ্টি দেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতীত আর সবাইকে ক্ষমা করে দেন।' -সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৫৬৬৫

قال الهيثمى في مجمع الزوائد : رجاله ثقات

وقال الزرقاني في شرح المواهب : فإن ابن حبان قد صححه وكفى به عمادا،

এমনিভাবে বাযযার (হাদীস ২০৪৮) এ হযরত আওফ ইবনে মালেক হতে, ইবনে খুযাইমা 'কিতাবুত তাওহীদ' এ (এর পৃষ্ঠা ১৩৬) যা তাঁর 'সহীহ' কিতাবেরই একটি অংশ হযরত

আবু বকর রা. হতে এবং ইবনে মাজায় (হাদীস ১৩৯০) হযরত আবু মুসা রাযি. হতে প্রায় একই ধরনের হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

اما حديث عوف بن مالك والصحيح فيه الإرسال فقال عنه البيهقى في شعب الإيمان : وهذا مرسل جيدا

وحديث أبى بكر فقد صححه ابن خزيمة و حسنه، البزار

وحديث ابى موسى قال عنه البوصري في مصباح الزجاجة إسناده ضعيف

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বর্ণিত একটি হাদীসের শেষাংশে এসেছে যে, আল্লাহ এ রাতে বিদ্বেষ পোষণকারী ও নিরপরাধ মানুষকে হত্যাকারী ছাড়া সকল বান্দাকে ক্ষমা করে দেন। -মুসনাদে আহমদ ৪/১৭৬

হযরত উসমান ইবনুল আস হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, এরাতে আল্লাহ মুশরিক ও ব্যভিচারিনী মহিলা ব্যতীত সকলেরই চাওয়া পূরণ করে থাকেন। —শুআবুল ঈমান৩/৩৮৩

লালকায়ীর ‘কিতাবুস সুন্নাহ’, আর ‘শুয়াবুল ঈমান’ ৩/৩৮২ -এ হযরত আবু সালাবা রা. হতে বর্ণিত হাদীসে আছে, যখন অর্ধ শাবানের রাত্রি আসে তখন আল্লাহ মাখলুকের প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকান। অতঃপর মুমিনকে ক্ষমা করে দেন, কাফেরদেরকে (ফিরে আসার) সুযোগ দেন। এবং হিংসুকদেরকে হিংসা পরিত্যাগ ব্যতীত ক্ষমা করেন না।

قال البيهقي : وهو بين مكحول و أبى ثعلبة مرسل جيد

হযরত আয়েশা রা. বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে নামাযে দাঁড়ান এবং এত দীর্ঘ সেজদা করেন যে, আমার ধারণা হল, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি তখন উঠে তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলি নাড়া দিলাম। তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলি নড়ল। তিনি সেজদা থেকে উঠলেন এবং নামায শেষ করে আমাকে লক্ষ করে বললেন, হে আয়েশা! তোমার কি এই আশংকা হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল তোমার হক্ক নষ্ট করবেন? আমি উত্তরে বললাম, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার দীর্ঘ সেজদা থেকে আমার আশংকা হয়েছিল, আপনি মৃত্যুবরণ

করেছেন কি না? নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি জান, এটা কোন্ রাত? আমি বললাম, আল্লাহ ও তার রাসূলই ভালো জানেন।

নবীজী তখন ইরশাদ করেলেন, এটা হল অর্ধ শাবানের রাত। আল্লাহ তাআলা এ রাতে তার বান্দাদের প্রতি মনোযোগ দেন। ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের ক্ষমা করে দেন, অনুগ্রহপ্রার্থীদের অনুগ্রহ করেন আর বিদ্বেষ পোষণকারীদের তাদের অবস্থাতেই ছেড়ে দেন। -শুআবুল ঈমান ৩/৩৮২

قال البيهقى : هذا مرسل جيد

হযরত আয়েশা রা. হতে তিরমিযীসহ অন্যান্য কিতাবে ভিন্ন সূত্রের বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, নবীজী এ রাতে জান্নাতুল বাকীতে এসে মৃতদের জন্য দু'আ ও ইস্তিগফার করেছেন। এরপর আয়েশা রা.কে বলেছিলেন, এ রাতে আল্লাহ কালব গোত্রের বকরীর পশমের চেয়েও বেশি গুনাহ ক্ষমা করে দেন। -তিরমিযী, হাদীস ৭৩৯

قال الراقم : وفيه انقطاع بين حجاج و يحي بن كثير كما قال ابن معين.

একটি 'জয়ীফ' সনদে হযরত আলী রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, চৌদ্দ শাবানের দিবাগত রাত যখন আসে তখন তোমরা এ রাতটি ইবাদত বন্দেগীতে কাটাও এবং দিনের বেলা রোযা রাখ। কেননা এরাতে সূর্যাস্তের পর হতে আল্লাহ প্রথম আসমানে নেমে আসেন এবং আহ্বান করেন, কোনো ক্ষমাপ্রার্থী আছে কি? আমি ক্ষমা করব। আছে কি কোন রিযিকপ্রার্থী? আমি তাদের রিযিক দেব। আছে কি কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি? তাকে আমি উদ্ধার করব। এভাবে সুবহে সাদিক পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনের কথা বলে বলে তাদের আহ্বান করতে থাকেন। -ইবনে মাজা ১৩৮৪

এ হাদীসটির সনদ যদিও দুর্বল তদুপরি হাফেজ ইবনে রজব রহ. বলেছেন যে, এ দিনে রোযা রাখা নিষেধ নয়, কারণ এতো আইয়ামে বীয অর্থাৎ প্রতি চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখের মুস্তাহাব রোযারই অন্তভুর্ক্ত। -লাতায়িফুল মাআরিফ ১৫১ (আল কাউসার পত্রিকা)

৫. ইমাম আলবানি এবং শবেবরাতের হাদিসের মূল্যায়ন:

ইমাম নাসিরুদ্দিন আলবানী (রহ.)—যিনি হাদিসের বিশুদ্ধতা নির্ধারণের জন্য পরিচিত একজন প্রখ্যাত ইসলামি পণ্ডিত—তিনি শবেবরাত সম্পর্কিত হাদিসগুলোকে পরীক্ষা করে অধিকাংশ হাদিসকে দয়ীফ বা জাল বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি মনে করেন, শবেবরাত উদযাপনের জন্য নির্দিষ্ট কোনো সহিহ হাদিস নেই।

ইমাম ইবনে রজব রাহ. তাঁর 'লাতায়িফুল মাআরিফ ফীমা লিমাওয়াসিমিল 'আমি মিনাল ওয়াযায়েফ'- এ শবে বরাত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনার সার-সংক্ষেপ হচ্ছে-

"শাবান মাসের পনেরো তারিখে রোযা নিষেধ হওয়ার প্রশ্নই আসে না। কেননা ওই দিন তো 'আইয়ামে বীজ' (চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ)-এর অন্তর্ভুক্ত। আর প্রতি মাসেই আইয়ামে বীজ-এ রোযা রাখা মুস্তাহাব। তাছাড়া ১৫ শাবানের রোযা সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র হাদীসও রয়েছে; যদিও এর 'সনদ' দুর্বল। সুনানে ইবনে মাজাহ-এ হযরত আলী রা. এর মাধ্যমে বর্ণিত, "যখন ১৫ শাবানের রাত আসে তখন তোমরা রাত জেগে নামায পড় এবং সামনের দিনে রোযা রাখ...।"

এরপর শবে বরাতের ফযীলত সর্ম্পকে একাধিক হাদীস উল্লেখ করার পর তিনি লেখেন- "সঠিক কথা হচ্ছে এই রাতের ইবাদত ব্যক্তিগতভাবে করা উচিত। এ রাতে নফল নামাযের জন্য মসজিদে ভিড় করা বা মাহ্ফিল করা মাকরূহ।"

বিদআত হতে হলে, উপরোক্ত পদ্ধতিগুলোকে বিশেষ সওয়াবের কাজ মনে করে গুরুত্ব সহকারে একত্র হতে হবে।

আর একত্র হওয়াকে বিশেষ সওয়াবের কাজ মনে না করে এবং একত্রিত হবার ঘোষণা ছাড়াই মুসল্লিগণ মসজিদে জড়ো হলে, তাদের আগ্রহের ভিত্তিতে কিছু দ্বীনী কথা বলা, তালীম করাতে কোন সমস্যা নেই। তা বিদআত হবে না। বরং নিয়ত বিশুদ্ধ থাকলে

অবশ্যই সওয়াব হবে। বিশেষ পদ্ধতির কারণে নয়। বরং দ্বীনী ওয়াজ ও তালীমের কারণে সওয়াব হবে।।

তবে যে এলাকায়, এ বিষয়ে মানুষ পার্থক্য করতে জানে না। সেসব এলাকায় এসব সম্মিলিত কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়াই নিরাপদ।

وَالْمُتَابَعَةُ كَمَا تَكُونُ فِي الْفِعْلِ تَكُونُ فِي التَّرْكِ أَيْضًا، فَمَنْ وَاظَبَ عَلَى فِعْلٍ لَمْ يَفْعَلْهُ الشَّارِعُ، فَهُوَ مُبْتَدِعٌ. (مرقاة المفاتيح، مقدمة، حديث انما الأعمال بالنيات(1/94-95-

অনুসরণ যেমনিভাবে কোন কাজ করার মাধ্যমে হয়, তেমনি কোন কাজ ছেড়ে দেবার মাধ্যমেও হয়ে থাকে। সুতরাং গুরুত্ব সহকারে যদি কেউ এমন কাজ করে যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেননি। তাহলে উক্ত ব্যক্তি বিদআতি।[মিরকাতুল মাফাতীহ-১/৯৪-৯৫]

ومنها التزام الكيفيات والهيئات المعينة كالذكر بهيئة الإجتماع على صوت واحد واتخاذ يوم ولادة النبى صلى الله عليه وسلم عيدا، وما اشبه ذلك.. الخ (الإعتصام1/29-

বিদআতসমূহের মধ্য হতে একটি হল, বিশেষ পদ্ধতি এবং নির্দিষ্ট ধরণকে আবশ্যক করে নেয়া। যেমন সম্মিলিতভাবে এক সুরে জিকির করা এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিনে ঈদ পালন করা ইত্যাদি। [আলইতিসাম-১/২৭]

فَإِذَا نَدَبَ الشَّرْعُ مَثَلًا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، فَالْتَزَمَ قَوْمٌ الِاجْتِمَاعَ عَلَيْهِ عَلَى لسان واحد، أو صوت واحد، أَوْ فِي وَقْتٍ مَعْلُومٍ مَخْصُوصٍ عَنْ سَائِرِ الأوقات، لَمْ يَكُنْ فِي نَدْبِ الشَّرْعِ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّخْصِيصِ الْمُلْتَزَم، بَلْ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِه؛

যখন শরীয়ত কোন জিনিসের উৎসাহ দিল, যেমন আল্লাহর যিকিরের প্রতি। সুতরাং যদি কোন দল সম্মিলিতভাবে সমস্বরে একই সুরে, বা নির্দিষ্ট সময়ে জিকির করাকে আবশ্যক করে নেয়। তাহলে শরীয়তের উৎসাহদানটি উক্ত নির্দিষ্ট করে আবশ্যক করে নেয়া সময়কে বুঝায় না। বরং এর উল্টোটা বুঝায়। [আলইতিসাম-১/১৮৩]

উলামায়ে সালাফের উক্তির আলোকে শবে বরাত

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

মাসিক আলকাউসার-এর শাবান ১৪২৬ হি. (সেপ্টেম্বর ২০০৫ ঈ.) সংখ্যায় 'বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির কবলে শাবান ও শবে বরাত' শীর্ষক আলোচনায় শবে বরাত সর্ম্পকে দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে ভারসাম্যপূর্ণ আমলের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। চলতি সংখ্যায় কিছু বরেণ্য আকাবিরের উক্তিসমূহের সার-সংক্ষেপ উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করছি। এ পর্যায়ে শুধু নির্বাচিত ব্যক্তিদেরই উক্তির ভাবানুবাদ সংক্ষিপ্তভাবে উদ্ধৃতিসহ উল্লেখ করা হচ্ছে। তাঁদের হুবহু উক্তি উদ্ধৃত কিতাবসমূহে দেখা যেতে পারে।

১. শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে আব্দুল হালীম ৭২৮ হি.)

শায়েখ ইবনে তাইমিয়া রাহ. বলেন, 'পনেরো শাবানের রাতের ফযীলত সর্ম্পকে একাধিক 'মারফূ' হাদীস ও 'আসারে সাহাবা' বর্ণিত রয়েছে। এগুলো দ্বারা ওই রাতের ফযীলত ও মর্যাদা প্রমাণিত হয়। সালাফে সালেহীনের কেউ কেউ এ রাতের নফল নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হতেন। আর শাবানের রোযার ব্যাপারে তো সহীহ হাদীসসমূহই রয়েছে।

কোনো কোনো আলেম যদিও এই রাতের ফযীলত অস্বীকার করেন; কিন্তু হাম্বলী ও গায়রে হাম্বলী অধিকাংশ আলেমই এই রাতের ফযীলতের কথা স্বীকার করে থাকেন। ইমাম আহমাদ রাহ.-এর মতও তাই। কেননা এর ফযীলত সম্পর্কে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং এগুলোর সমর্থনে সালাফ (সাহাবী ও তাবেয়ী)-এর 'আসার'ও বিদ্যমান আছে; যেগুলো 'সুনান' ও 'মুসনাদ' শিরোনামে সংকলিত হাদীসের কিতাবে [বরং কতক 'সহীহ' শিরোনামের কিতাবেও যেমন সহীহ ইবনে খুযাইমা (কিতাবুত তাওহীদ) সহীহ ইবনে হিব্বান প্রভৃতিতে] রয়েছে।

অবশ্য শুধু পনেরো তারিখের দিনে রোযা রাখার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া মাকরূহ। (ইবনে তাইমিয়া রাহ.-এর মত এটিই। তাঁর মতে পনেরো তারিখের সাথে দু-একদিন মিলিয়ে নেওয়া উত্তম।) আর এই দিন বা রাতে বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করা এবং সাজ-সজ্জার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া ইত্যাদি বিদআত ও ভিত্তিহীন। তেমনি এই রাতে 'সালাতে আলফিয়া' নামের মনগড়া নামাযের জন্যে সমবেত হওয়াও বিদআত।' -ইকতিযাউস সিরাতিল মুস্তাকীম ২/৬৩১-৬৩২

ইবনে তাইমিয়া রাহ.-এর যুগে 'সালাতে আলফিয়া'-এর রেওয়াজ ছিল। লোকেরা একটি জাল রেওয়ায়াতের ভিত্তিতে মনে করত যে, শবে বরাতে প্রতি রাকাতে ১০ বার করে সূরা ইখলাস পড়ে ১০০ রাকাত নফল নামায পড়া উচিত।

উক্ত রেওয়ায়াতটি সম্পূর্ণই জাল। (আললাআলিল মাসনূআ, ইমাম সুয়ূতী ২/৫৮-৬০; আলফাওয়াইদুল মাজমূআ, ইমাম শাওকানী ১/৭৬) আমার জানা মতে আজ কোথাও এর রেওয়াজ নেই। তবে এর স্থলে 'মকসূদুল মুমিনীন'-এর বাতানো পদ্ধতির মনগড়া একটি নামায কতিপয় লোকের মাঝে প্রচলিত রয়েছে। মনে রাখতে হবে, 'মকসূদুল মুমিনীন'-এর ওই বিশেষ পদ্ধতির নামায ও এর রেওয়ায়াতসমূহ সবই ভিত্তিহীন। (দেখুন, চলতি সংখ্যার প্রচলিত